কাব্যগ্রন্থ

বাতাসে কিসের ডাক শোনো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

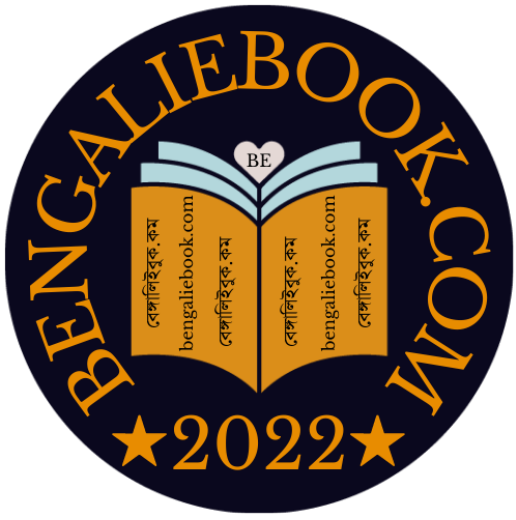

সূচিপত্র

আপলিনেয়ারের সমাধিতে ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ 4
মেস্কালীন ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ 9
অন্য কেউ দেবে 13
আমায় ডাকছে 14
আড়ালে, আড়ালে 15
এই সব দেখে শুনে 18
এক ঝলক 19
এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে 20
কতদূরে 26
কাছাকাছি মানুষের 27
ঘোরায় কেন একটি বিন্দু 27
জলের মধ্যে মিশে আছে 28
তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা 29
তার আগে, তার আগে 30
দাও সামান্য 30

দিগন্ত কি কিছু কাছে..... 31
দেরি..... 32
দেরি করা যাবে না..... 32
দ্বিধা..... 33
নীরা তুমি কালের মন্দিরে..... 33
নীরা, গৌতম বুদ্ধ..... 34
পিঁপড়ের এপিটাফ..... 35
পিছুটান..... 36
বাতাসে কিসের ডাক, শোনো..... 37
বান্ধবগড়ের ধ্বংসস্তূপে..... 39
বীর্য..... 40
ব্রিজের ওপর থেকে নদী..... 41
ভালোবাসতে চাই..... 41
মাত্র এই এক জীবনে..... 42
মানুষ রইলে না..... 43
মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে..... 44
রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা..... 46
শান্তি, শান্তি..... 47

শুধু যে হারিয়ে গেছে..... 48
সরল গাছের ছায়া..... 49
স্বয়মাগতা..... 49

আপলিনেয়ারের সমাধিতে ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ

আমি পের লাসেজে আপলিনেয়ারের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম
সেদিনই বড় বড় রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলনে ইউ এস প্রেসিডেন্ট এসেছিল
সুতরাং নীল ওর্লির বিমান বন্দরে প্যারিসের উপরের বাতাসে বসন্তের পরিচ্ছন্নতা থাক্
আইসেনহাওয়ার আমেরিকার কবরখানা থেকে উড়ে আসছে
এবং পের লাসেজের কবরখানায় মায়াময় কুয়াশা গাঁজার ধোঁয়ার মত ঘন
পীটার ওরলভস্কি এবং আমি পের লাসেজে নরম ভাবে হেঁটেছিলাম
আমরা দুজনেই একদিন মরবো জানলাম
সুতরাং শহরের মতো ক্ষুদ্র সংস্করণ অসীমে পরস্পর দুজনের ক্ষণিক হাত নরম ভাবে ধরেছিলাম
পথগুলি, পথের বিজ্ঞাপন, পাহাড় টিলা এবং প্রত্যেক লোকের বাড়িতে লেখা নাম
শুন্যতার মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ফরাসির হারানো ঠিকানা খুঁজছিলাম
তাঁর অসহায় স্মৃতিস্তম্ভে আমাদের প্রণামের পাপ জানাতে
এবং তাঁর স্তব্ধ সমাধি ফলকে আমার সাময়িক আমেরিকান গর্জন শুইয়ে রাখতে
তাঁর পড়ার জন্য লাইনগুলির মধ্যে কবির এক্সরে-চক্ষু দিয়ে
কেননা তিনি অলৌকিক ভাবে স্যেন নদীর পারে নিজের মৃত্যুর কবিতা পড়তে পেরেছিলেন

আমার আশা কোন বুনো বালক সন্ন্যাসী আমার কবরেও তার রচনা রাখবে
ঈশ্বর স্বর্গে শীতের রাত্রে আমাকে পড়ে শোনাবার জন্য
আমাদের হাত এতক্ষণে সে জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়েছে আমার হাত
এখন লিখেছে
প্যারিসের গী ল্য কুরের একটি ঘরে
আ উইলিয়ম তোমার মাথার মধ্যে কি জোর ছিল কার নাম মৃত্যু
আমি সমস্ত সমাধি ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে গেছি এবং তোমার কবর
পাইনি
তোমার কবিতার মধ্যে ঐ অদ্ভুত ব্যান্ডেজ বলতে তুমি কি বুঝিয়েছিলে
হে পবিত্র পীড়াদায়ক মৃত্যু তোমার কি বলার আছে কিছু না এবং মোটেই
তা যথেষ্ট উত্তর নয়
তুমি ছফুট কবরখানায় মোটেই গাড়ি চালাতে পারো না যদিও এই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট স্মৃতিভাণ্ডার যেখানে সবই সম্ভব
বিশ্বজগৎ এক সমাধিভূমি এবং এখানে আমি একা হাঁটছি
পঞ্চাশ বছর আগে আপলিনেয়ার এই পথেই হেঁটেছেন জানি
তার পাগলামি কোণে কোণে আছে এবং জাঁ জেনে আমাদের সঙ্গে
বই চুরি করছে
পশ্চিম আবার যুদ্ধে মেতেছে এবং কার মধুর আত্মহত্যায়
এর মীমাংসা হবে
গীয়ম গীয়ম তোমার খ্যাতিকে আমি কত ঈর্ষা করি, মার্কিন সাহিত্যের
প্রতি তোমার অনুকম্পাকে
মৃত্যু সম্বন্ধে দীর্ঘ উন্মাদ ষাঁড়ের গোবর লাইন সমেত তোমার পরিধি
কবর থেকে বেরিয়ে এসো এবং আমার দরজা দিয়ে কথা বল
নতুন রূপকল্পের মালা বার করো সামুদ্রিক হাইকু, মস্কোর নীল ট্যাক্সি
বুদ্ধের নিগ্রো মূর্তি

তোমার পূর্ব অস্তিত্বের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডে আমার জন্য প্রার্থনা করো
দীর্ঘ বিষাদময় গলায় এবং গভীর মিষ্টি সুরের মতো ধ্বনিতে, করুণ এবং
প্রথম মহাযুদ্ধের মতো কর্কশ
আমি খেয়েছি তোমার কবর থেকে পাঠানো নীল ক্যারোট এবং ভ্যান
গঘের কান
এবং পাগলাটে আরতোর ক্যাকটাস
এবং নিউ ইয়র্কের পথ দিয়ে হেঁটে যাবো ফরাসি কবিতার কালো
আঙরাখার মধ্যে
পের লাসেজে আমাদের কথাবার্তায় কিছু সংযোজন করে
এবং তোমার সমাধির উপরে যে আলোর রক্তপাত হচ্ছে আগামী কবিতা
তার থেকে প্রেরণা পাবে।

.

(২)

এখানে প্যারিসে আমি তোমার অতিথি হে বন্ধুপ্রতিম ছায়া
ম্যাক্স জেকবের অদৃশ্য হাত
যৌবনের পিকাসো আমাকে দিচ্ছে এক টিউব ভূমধ্যসাগর
নিজে রুসোর প্রাচীন লাল নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলুম আমি তার বেহালা
খেয়ে ফেলেছি
বাতো ল্যাভোয়ারের বিশাল পার্টিতে উপস্থিত ছিলাম আলজিরিয়ার
পাঠ্যপুস্তকে যা উল্লেখিত হয়নি
বোয়া দ্য বুলোনে জারা বুঝিয়েছে কোকিলের মেসিনগানের রসায়ন
আমাকে সুইডিস ভাষায় অনুবাদ করতে করতে সে কাঁদে
কালো প্যান্ট এবং বেগুনি টাইতে সুসজ্জিত
মিষ্টি রক্তিম দাড়ি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আছে যেন নৈরাজ্যের
দেওয়াল থেকে ঝোলা শ্যাওলার মতো

আঁদ্রে ব্রেঁতোর সঙ্গে তার ঝগড়ার কথা সে বলেছিল অনর্গল
যাকে সে একদিন সাহায্য করেছিল সোনালি গোঁফ পাকিয়ে নিতে
বুড়ো ব্লেইজ সেঁদরার পড়ার ঘরে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল এবং
বিরক্তভাবে সাইবেরিয়ার বিশাল দৈর্ঘের কথা বলেছিল
জাক ভাসে তার পিস্তলের ভয়ংকর সংগ্রহ দেখাতে নিমন্ত্রণ করেছিল
আমাকে
বেচারা কক।।তো একদা চমৎকার রাদিগের জন্য বিষণ্ন ছিল এবং তার
শেষ ভাবনায় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম
মৃত্যুর কাছে পরিচয় পত্র নিয়ে রিগো
এবং জীদ টেলিফোন এবং অন্যান্য অদ্ভুত আবিষ্কারের প্রশংসা করেছিল
আমরা প্রধান বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যদিও সে সুগন্ধি আন্ডারপ্যান্ট
সম্বন্ধে বকবক করেছিল অনেক
কিন্তু তাহলেও সে হুইটমানের ঘাস গভীরভাবে পান করেছে এবং
কলোরাডো নামে সমস্ত প্রেমিকরা তাকে ঈর্ষা করেছে
আমেরিকার যুবকরা হাতভর্তি শার্পনেল এবং বেসবল নিয়ে হাজির
ওঃ গীয়ম, এ পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কত সহজ, কত সহজ মনে হয়
তুমি কি জানতে বিরাট রাজনীতির উচ্চাঙ্গ লেখকরা মঁপারনাসে
ঢুকে পড়বে
তাদের কপাল সবুজ করার জন্য শুধু এক বসন্তের অবতারের লরেল নিয়ে
তাদের বালিশে একদানা সবুজ নেই, তাদের যুদ্ধ থেকে একটিও পাতা
নেই—মায়াভস্কি এসেছিল এবং বিদ্রোহ করেছিল।

.

৩.

ফিরে এসে একটা কবরের উপর বসে তোমার স্মৃতি ফলকের দিকে
তাকিয়ে আছি

অসমাপ্ত লিঙ্গের মতো এক খণ্ড পাতলা গ্রানাইট
পাথরে একটি ক্রুস মিলিয়ে যাচ্ছে, পাথরে দুটি কবিতা একটি ওল্টানো
হৃদয়
অপরটি প্রস্তুত হও আমার মতো যে অলৌকিক
উচ্চারণ করেছি আমি কসম্রোউইস্কির গীয়ম অ্যাপোলিনেয়ার
কে যেন ডেজি ফুণ ভর্তি একটা আচারের বোতল রেখে গেছে এবং একটি
৫ বা ১০ সেন্টের সুররিয়ালিস্ট ধরনের কাচের গোলাপ
ফুল এবং ওল্টানো হৃদয়ে সুখী ছোট্ট সমাধি
একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে যার সাপের মতো গুড়ির কাছে আমি বসেছি
গ্রীষ্মের বাহার এবং পাতাগুলো সমাধির উপরে ছাতা এবং কেউ
এখানে নেই
কোন্ অশুভকণ্ঠ কাঁদে গীয়ম কোথায় তুমি এলে
তার নিকটতম প্রতিবেশী একটি গাছ
সেখানে নীচে হাড়ের স্তূপ এবং হলুদ খুলি হয়তো
এবং ছাপানো কাব্য অ্যালকুলস্ আমার পকেটে, তার কণ্ঠস্বর
মিউজিয়মে
এবার একটি মধ্যবয়স্ক পায়ের ছাপ কবর ঘুরে যায়
একটা লোক নামের দিকে তাকায় এবং কবর গৃহের দিকে
চলে যায়
একই আকাশ মেঘের মধ্যে ঘোরে যুদ্ধের সময় রিভিয়েরাতে
ভূমধ্যসাগরের দিনগুলি যেমন ছিল
ভালোবাসায় অ্যাপোলো পান করে মাঝে মাঝে আফিম খেয়ে সে আলো
আলো নিয়ে গেছে
সেন্ট জারমেনে কেউ নিশ্চয়ই আঘাতটা বুঝেছিল যখন সে যায়,
জেকব এবং পিকাসো কেশেছিল অন্ধকারে

একটা ব্যান্ডেজ খোলা হলো এবং ছড়ানো বিছানায় একটা মাথার খুলি
স্থির হয়ে রইলো
থলথলে আঙুল, রহস্য এবং অহঙ্কার চলে গেল
দূরে রাস্তায় একটা ঘণ্টা বাজলো, পাখিরা কিচির মিচির করে উঠলো
চেস্টনাট গাছে
ফামিল ব্রেমোঁ কাছেই ঘুমিয়ে আছে, বিশাল বুক এবং যৌন আকর্ষণ করার
মতো যিশু ঝুলছে তাদের কবরে
আমার কোলের উপরে সিগারেট ধোঁয়া দিচ্ছে এবং পাতাগুলি ধোঁয়ায়
ভরিয়ে দিচ্ছে এবং আগুন জ্বলছে
একটা পিঁপড়ে আমার কঞ্জুরয়ের হাতায় দৌড়ে গেল এবং যে গাছে
আমি ভর দিয়ে আছি সেটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে
ঝোপ এবং গাছপালা কবর ছাড়িয়ে ওপরে উঠছে একটা সোনালি
মাকড়সা ঝঝ করছে গ্রানাইটে
এখানে আমার কবর হয়েছে এবং আমার কবরের পাশে একটি গাছের
নীচে বসে আছি।

মেস্কালীন ॥ অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ

গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গ, আমি আজ নগ্ন হয়ে আয়নার দিকে চেয়ে আছি
আমি দেখছি বুড়ো মাথা, আমার ক্রমশঃ টাক পড়ছে
রান্নাঘরের আলোতে পাতলা চুলের তলায় আমার তালু ঝলসাচ্ছে
যেন প্রাচীন স্মৃতি গুহায় কোনো সাধুর মতো–কোনো।
প্রহরীর আলোয় আলোকিত
পিছনে ভ্রমণকারীদের জনতা
তাহলে মৃত্যু আছে।

আমার বেড়াল বাচ্চাটা ডাকছে এবং জামাকাপড়ের মধ্যে দেখছে
আজ রাত্রে বইটো ফোনগ্রাফে গান গাইবে–তার পুরোনো
পরীদের গান
আমার দেয়ালে অ্যান্টিনাসের আবক্ষ মূর্তির ধূসর ছবি এখন
নীচে তাকিয়ে আছে
ঈশ্বরের সুকুমার হাত থেকে আলো ভেঙে পড়ে, তিনি একটি কাঠের
পায়রা পাঠাচ্ছেন শান্ত কুমারীকে
বিয়েতে অ্যাঞ্জেলিকোর জগৎ
বেড়ালটা পাগলা হয়ে গেছে এবং মেঝের চারিদিকে ঘুরে গজরাচ্ছে

মৃত্যু যখন গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গের মাথায় ধাক্কা মারবে
তখন কি হয়
কোন জগতে আমি ঢুকবো
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু–বেড়ালটা শান্তি পেয়েছে
আমরা কি কখনো মুক্ত হবো-গেঁজানো গীন্‌স্‌বার্গ
তা'হলে এটা ধ্বংস হোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি জানি
কাকে ধন্যবাদ
কাকে ধন্যবাদ
তোমাকে ধন্যবাদ, হে প্রভু, আমার দৃষ্টির অতীত
পথ নিশ্চয়ই কোন জায়গায় পৌঁছোবে
পথ
পথ
স্যাঁতসেঁতে পচা জাহাজের মধ্য দিয়ে। অ্যাঞ্জেলিকোর বিষয়ের মধ্য দিয়ে
চুপ, একটি শিশুর জন্ম দাও এবং চলে যাও
হয়তো এই একমাত্র উত্তর, ঠিক জানতে পারবে না যতক্ষণ একটা ছেলে
না হচ্ছে আমি জানি না

কখনো বাচ্চা ছিল না কখনো হবেও না যেভাবে আমি চলেছি

হ্যাঁ, আমার ভালো হওয়া উচিত, আমার বিয়ে করা উচিত
দেখা উচিত এ সবের মধ্যে কি আছে
কিন্তু আমার চার পাশের এসব মেয়েদের আমি সহ্য করতে পারি না
নাওমি'র গন্ধ।
এঃ, আমি পরিচিত গ্যাঁজানো গীদ্বার্গে মজে গেছি
এমন কি ছেলেদেরও আর সহ্য করতে পারি না
সহ্য করতে পারি না
সহ্য করতে পারি না
আর কেই বা পেছন মারাতে চায় সত্যি?
অসংখ্য সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে
সময়ের স্রোত
এবং কেই বা বিখ্যাত হতে চায় এবং অটোগ্রাফ সই করতে চায়
সিনেমা স্টারের মতো?

আমি জানতে চাই
আমি চাই আমি চাই হাস্যকর জানতে জানতে কি গেঁজানো
গীন্‌স্‌বার্গ
আমি জানতে চাই সম্পূর্ণ গেঁজে যাওয়ার পর কি হয়
আমার চুল ঝরে যাচ্ছে, আমার ভুড়ি হয়েছে, আমি যৌন-সম্পর্কে বিরক্ত
আমার পাছা পৃথিবীতে ঘসছে আমি জানি বড়বেশি
এবং যথেষ্ট নয়
আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কি হবে
আচ্ছা, আমি খুব শীগগিরিই জানতে পারবো
আমি কি সত্যিই এখনি জানতে চাই?

সত্যি কি তার দরকার আছে দরকার দরকার দরকার
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু
ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর আনন্দবাজারের অরণ্যদেব
টাইপরাইটারের তরঙ্গ।
টাইপ রাইটারের ওপর ঝুঁকে আমি স্বর্গের কি করতে পারি
আমি ডুবে গেছি, গ্রেগরি রেকর্ডটা বদলে দাও আঃ চমৎকার সে।
ঠিক সেটাই বাজাচ্ছে
আমি এখন লক্ষ লক্ষ কান সম্বন্ধে বড় বেশি সজাগ
এখন উৎসুক কান, ব্যবসা বানাচ্ছে
খবরের কাগজে বড় বেশি ছবি
বিবর্ণ হলুদ সংবাদের ধামাধরা
আমি কবিতা থেকে সরে যাচ্ছি অন্ধকার চিন্তামগ্ন হবার জন্য

মনের আবর্জনা
পৃথিবীর আবর্জনা
মানুষ আদ্ধেক আবর্জনা
কবরে সবই আবর্জনা
প্যাটারসনে উইলিয়াম কি ভাবছে, মৃত্যু তাঁর উপর বড়
বেশি
এত আগে এত আগে
উইলিয়ামস্ কার নাম মৃত্যু?
তুমি কি এখন প্রতি মুহূর্তে এই বিরাট প্রশ্ন বোধ করছো
অথবা সকালবেলা তুমি কি চা খেতে খেতে ভুলে যাও, নিজের মুখের
কুৎসিত ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে
তুমি কি পুনর্জন্মের জন্য প্রস্তুত
এই পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে

অথবা মুক্তি দিতে, মুক্তি দিতে
এবং সবই হোক—একটা গোটা জীবন দেখা—সব চিরকাল—চলে
যাবে
শূন্যতায়, একটা কায়দার প্রশ্ন চাঁদ উত্থাপন করেছে।
উত্তরহীন পৃথিবীকে
মানুষের জন্য কোন মহত্ত্ব নেই! মানুষের জন্য কোন মহত্ত্ব নেই।
আমার জন্য কোন মহত্ব নেই! আমি নেই!

আত্মা যখন নির্দেশ করে না তখন লেখার কোন মানে হয় না।

অন্য কেউ দেবে

অর্জুন বৃক্ষটি থেকে একটি পাতা খসে পড়লো, জানি
এ আমারই জন্য শুধু, নববর্ষ চিঠি

ওপরের বারুদ আকাশ
কিছুই বলেনি মুখ ফিরিয়ে রয়েছে
এই বন, সরল অনিলময়, প্রাক্তন বৃষ্টির গন্ধ মাখা
এখানে আসার কথা ছিল না তো, আমি
নারীদের ঠিকানা হারিয়ে পথ ভুলে...
বিমান গর্জন থেকে এত দূরে, এখানে রয়েছে খুব শান্তি
একটু বসি
এর আগে কতবার জঙ্গলে গিয়েছে এক অশান্ত উন্মাদ
রাক্ষসের মতো তার ক্ষুধা ও জয়ের নেশা
কবিদের মতো তার হিংস্র, সঘন আত্মরতি
সে কি শুয়ে আছে ঐ মরা নদীটার খাতে

ঘাসের চাবড়ার নীচে

যার ইচ্ছে যেখানে যেদিকে খুশি যাক
কখনো বুঝিনি আগে একা একা আলিঙ্গন
এমন মধুর
দাও, যা কিছু না-পাওয়া ছিল, সব দাও
ঘাসের সবুজ আর ভ্রমরের কালো, দোয়েল ও বুলবুলির
পাগলাটে সঙ্গীত
কিছু কি নেবার আছে, নাও
অনাগত শতাব্দীর হে বালিকা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছো
তোমার চিঠির আজও লিখিনি উত্তর, ক্ষমা করো
অন্য কেউ দেবে, অন্য কোনো উন্মাদ, রাক্ষস,
কিংবা কবি।

আমায় ডাকছে

রজতশুভ্র রোদুরের মধ্যে ঐ পান্না রঙের গাছটি
আঃ টেলিফোনের শাকচুন্নী ঝনঝন শব্দ, আজ নয়, আজ নয়, সোমবার
ইলেকট্রিকের বিল তারিখ পেরিয়ে গেল, রেলিং-এ শুকোচ্ছে।
কালো শায়া
দোতলা বাসের সঙ্গে একটি গণ্ডারের সংঘর্ষ, আকাশে দুধ পোড়া গন্ধ
রজতশুভ্র রোদুরের মধ্যে...
মাথা ভর্তি বারুদ নিয়ে কে উঠে আসছে দোতলায়, বলে দাও, আমি
বাড়ি নেই।
ব্যাঙ্কের পাশবই হারাবার মতো পাপ, টেলিগ্রামে ভূকুটি পাঠাচ্ছে সুহৃদেরা

ধর্মঘটী স্কুল কিশোরদের দৌড়, খবরের কাগজে নেড়ি কুত্তার আর্তনাদ
ঐ পান্নায় রঙের গাছটি...
তিন পাতা মিথ্যে কথার পর দু ফোঁটা চোখের জল, ঘড়ির দিকে
ঘন ঘন চোখ
কে যেন খবর দিল বাজারে আগুন লেগেছে, জানলা দিয়ে ছুটে এলো
নির্বাচনী ইস্তাহার
আবার টেলিফোন, বঞ্চনার ঝঞ্চনা, আজ নয়, আজ নয়, সোমবার
রজতশুভ্র রোদুরের মধ্যে।
ঐ পান্না রঙের গাছটি
ঐ পান্না রঙের গাছটি
আমায় ডাকছে!

আড়ালে, আড়ালে

পিঠের চামড়ায় একটু একটু করে কাঁপছে
ভয়
যেন পদশব্দের আড়ালে
অন্য শব্দ
যেন অজানা আশঙ্কা বাঁশি বাজাচ্ছে গাছের ডালে বসে
যেন কেউ থামতে বলছে
যেন কেউ বললো,
বড় দেরি হয়ে গেল
ফিরে তাকালেই ধূল্যবলুণ্ঠিত জ্যোৎস্নার নিস্তব্ধতা
কে ওখানে?
পাতার আড়ালে তুমি কে?

বনভূমি সাড়া দেয় না, যেমন রাত্রিও নির্নিমেষ!

বারুদের কারখানা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি
তবু দেখা গেল না বাল্য সঙ্গীদের
নদীর খাতের মধ্যে নদী
নেই
যেন মানুষ ঘুমোচ্ছে অথচ স্বপ্ন দেখছে
না
একটা শুকনো প্রান্তরে কাঁচা কাঠের আনমনা আগুন জ্বেলে
মনস্বীরা গোল হয়ে বসে পুড়িয়ে খাচ্ছেন ইতিহাস
আকাশে চতুর্বর্ণ মেঘ, তার নীচে রক্তিম সুতোর
ওড়াউড়ি
ঢেউয়ের মতন দুলতে দুলতে
ঢেউয়ের মতন মুখ বদলাতে বদলাতে
আসছে ঝড়, খেলতে এলো ঝড়
মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে, বন পেরিয়ে পাহাড়ে
কে ওখানে?
গুহার আড়ালে তুমি কে?
পাহাড় মানুষের সঙ্গে কথা বলে না, ঝড়ও না!

যেখানে একটা রাস্তা ছিল, সেখানে কাগজের স্তূপ
অক্ষর অনেক মুছে গেছে, বৃষ্টিতে ধুয়েছে
অবশ্য নানা রকম সেলাইগুলি বেশ মজবুত
এই রাস্তায় একটি করমচা রঙের কিশোরী
একদিন
একটি গাছের কাছে মনের কথা বলতে গিয়ে

প্রথম স্তনস্পন্দন টের পেয়েছিল
গাছটি মিলিয়ে গেছে সভ্যতায়
কিশোরীটি টুকরো টুকরো হয়েছে ছাপাখানার জঠরে
তার ধবল হাঁসের মতন উরুতে মাথা রেখে
যে কেঁদেছিল
সে পরে মাথা ঘামিয়েছে অসংখ্য উপমায়
বজ্র পতনের শব্দে পাথর ফাটে, কাগজের মণ্ড
নড়ে না
কে ওখানে?
বৃষ্টির মধ্যে কে যায়?
কেউ না, কাগজ হাসছে, ভাসছে কাগজের নৌকো!

বাউলের গায়ের নানা রকম রঙের জামার মতন
এই অরণ্য
দিনাবসানের আসন্ন বেলায় হাতছানি দিল
দিগন্ত এমন লাল
যেন বন্ধুকে ছুরি মেরেছে বন্ধু
যেন সমস্ত নিভৃত কথা ভুলে যাবার লজ্জা
মিহিন হয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে এই আকাশ থেকে
অন্য আকাশে
কেউ আসন পেতে রেখেছিল
আমি যাইনি
এখন আমি এসেছি, কেউ নেই
কেউ নেই, তবু কেন নিস্তব্ধতার এমন প্রবল শব্দ
কে ওখানে?
নিঃসঙ্গতার আড়ালে তুমি কে?

আকাশ লুটিয়ে পড়ে, গাছপালা কাঁপিয়ে দেয় হাওয়া!

এই সব দেখে শুনে

একটা প্রচণ্ড পরিব্যাপ্ততা হাঁ করে আছে, আমি খুঁজছি
একটা পালাবার সুড়ঙ্গ
কাছাকাছি রয়েছে দুএকটা চেনা বাড়ি, সব জানলা বন্ধ,
দরজায় নেকড়ে
সংস্কৃতি কর্মীরা ঝাণ্ডা সেলাই করছে, তারাও ক্ষুধার্ত
যেমন ক্ষুধার্ত পলাশপুরের মাঠ, যেমন ক্ষুধার্ত দামোদরের গর্ভ
তুলোর বীজের মতন উড়ছে মানুষ, এদেশে ওদেশে
বারুদ দিয়ে দাঁত মাজছে
শান্তিচুক্তির তুলসী মঞ্চে পেচ্ছাপ করে যাচ্ছে
বড় সাহেবদের কুকুর
যে মায়ের বুকে স্তন্য নেই, শিশুটি খাচ্ছে তার রক্ত
শিল্পী বাহবা কুড়োচ্ছেন সেই ছবি এঁকে
ছেলে-ধরা বড় বড় সাঁড়াশি নিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন
ইনি আর উনি
বিপুল হাততালি, শোনা যাচ্ছে সুতো কল, চট কল
চা-বাগান আর মন্দির মসজিদ থেকে
আমি কেউ না, একজন সামান্য মানুষ, এইসব দেখে শুনে
মুখ বেঁকিয়ে, থুঃ করে চলে যাচ্ছি,
পাতাল গর্ভে
পেছনে কি কোনো ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল?

এক ঝলক

পাট পচা পাংশু জলে স্নান করছে এক জোড়া অপ্সরী
অবনত সন্ধেবেলা অপরূপ অলীকের আবু ঘিরে ছিল
গোরুর পায়ের ধুলো, দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি তাও মায়াজাল
অদূরেই ট্রেন লাইন, প্রতীক্ষার শোঁ শোঁ শব্দ উন্মার্গ বাতাসে।

খিদের মতন ধোঁয়া এ বাড়ি ও বাড়ি ঘোরে, যায় না তবুও
ছাইগাদায় শুয়ে থাকা পুঁয়ে পাওয়া কুত্তাটির চোখ বুজে আসে
যেমন ঘুমের মধ্যে চলে যাওয়া, যেমন ঘুমের মধ্যে ফেরা
মানুষও আসে যায়, কারা এলো, কারা গেল, কিবা যায় আসে!

ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছে রোগা রোগা পাখিদের শব্দ-অভিমান।
ওদের প্রপিতামহ এই দেশে সুখে ছিল তাকি ওরা জানে?
রেলের খালের ধারে যে শিশুটি হিসি করে সে কিছু জানে না
হিজল ডালের বাঁকা দুটি উরু, মুখখানি নষ্টচাঁদ।

আঁচল গুছিয়ে দুই অপ্সরী কি উড়ে যাবে, জল তবু টানে
ভিতু জল খুশি হয়ে চাটে নিম্ন উদরের রক্তিম লাবণ্য
দুই সখী খলখলিয়ে হাসে, বুক খুলে দেয়, দেরি হয় হোক
চতুর্দিকে এত অসুন্দর তবু এক ঝলক হঠাৎ সুন্দর।

এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে

একজন মানুষ খোলা আকাশের নীচে
মঞ্চে ওঠার আগে
সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে
বললো,
জিততে হবে, জয়টাই বড় কথা,
আর কিছুই কিছু না
তারপর বিজয়ীর ভূমিকায় অভিনেতার মতন
কাঁধের কার্নিস উঁচু করে
হাতে অদৃশ্য অস্ত্র, চোখে সেই অস্ত্রের রশ্মি
উঠতে লাগলো ওপরে
যদিও তলপেটে ক্ষণিকের জন্য একটা প্রজাপতি
হাঁটুতে দুএক টুকরো ভয়, ওষ্ঠে অভ্যেসমন অহংকার
জন-উপসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে
আবার বিড়বিড় করলো সেই বীজ মন্ত্র
জয়ী হতে হবে
আর কিছুই কিছু না
তারপর দুকূলপ্লাবী অবিশ্বাস ও দখিনা বাতাসের মতন আশ্বাস
নিয়ে
কালো কালো অসংখ্য মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে
সে উঁচিয়ে ধরলো তার তৃতীয় পা
কিছুটা দূরে একটি শিশু পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে
হিসি করছে

কেউ দেখছে না তাকে
কেউ জানে না, তাকে কক্ষনো জয় করা যাবে না
সে অপরাজেয়

একটা আয়নার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ
কিন্তু যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নয়
চুড়ো চুল বাঁধা ও ধারালো অলংকার পরা
রমণীটি আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো
এ কী? এ কে?
ওটা একটা পাঁজির বিজ্ঞাপনের জাদু দর্পণ
কাঞ্জিভরম শাড়ি পরা যুবতীটি দেখলো এক
পাগলিনীকে বাথরুমে অন্য কারণে গিয়ে
একজন হু হু করে কাঁদলো
যে কখনো ভালোবাসে নি, সে কাতর হলো
ভালোবাসায়
একজন যোদ্ধা দেখতে পেল ভূমি ভর্তি ইদুরের গর্ত
একজন মহিলা বিচারক সহসা বন্দি হলো
গুপ্ত করে বিছানায়
কঠিন গারদে
এমনকি দুএকটি চন্দ্র তারকা হয়ে গেল
আধখানা নোখের যোগ্য
কোনো ষড়ৈশ্বর্যশালিনীর শিকলের ঝন ঝন শব্দ থেকে
ঝরে পড়লো
মর্চে পড়া অশ্রু
একটি স্তনবৃন্তের কম্পন যেন তার।
আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছের জীবন

যদিও মায়া আয়নায় এসব কিছুই নেই, সবই অলীক
শুধু রাত্রি-জাগা দুঃস্বপ্ন
সেই রাত্রির জানলার ওপাশে যে রাস্তা।
তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে।
একটি ন্যাংটো বাচ্চা
সে-ই চোখ টানছে!

আসলে, পরেশের দাড়ি-না কামানো থুতনিতে
ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে
একটা ঠোক্করই যথেষ্ট
তবে, গোরস্তানের পাশের থানায় গিয়ে
আগে জিজ্ঞেস করতে হবে
পায়ের নোখ ও ধুলো বিষয়ক খবরাখবর
পরেশ হঠাৎ ইসমাইল হয়ে যায় নি তো,
ছোটে মিঞা কিংবা ছোটে লাল
কি ইদানীং
বড়ে মিঞা কিংবা বড়ে লাল
পরেশের নাম হাবুল হওয়াও অস্বাভাবিক নয়
যার বুড়ো আঙুল অন্যের থুতনি ভোঁতা করার মতন
কিছু গুরুত্বর দায়িত্ব নিয়েছে
তার নামও শুধু বুড়ো হলে।
আপত্তির কিছু নেই
রেল লাইনের পাশে একটা আলাদা জগৎ
যেখানে হাবুল খুঁজছে পরেশকে, কখনো
হাবুল শুয়ে থাকছে পিঠ উল্টে কখনো পরেশ ঢুকে যাচ্ছে।
শুকিয়ে যাওয়া খালের খুব নিচু গর্তে

আর ইসমাইলের হাঁ করা মুখের মধ্যে বুলেট
শিশির মাখা ঘাসের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে
এগিয়ে যাচ্ছে একটি বহুরূপী
গিরগিটি

সে জানে, আবার পরেশ আসবে, আবার
ও হাবুল-ইসমাইল বুড়োদের খেলা
শুরু হবে একটু পরেই
ওদের কেউ সুতো ধরে টানছে, কত রঙের সুতো
মধ্য রাত্রির নিশুতি মাঠে ঐ সব খেলার মধ্যে হঠাৎ
থেমে গেল ট্রেন
ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতন
ফুটে উঠলো
ন্যাড়া মাথা একটি নেংটি বাচ্চা
তার ঠোঁটে পুঁচকে পুঁচকে হাসি...

মৌমাছিরা মধু জমায় মানুষের জন্য
হাঁস-মুর্গীরা ডিম পাড়ে মানুষের জন্য
স্বয়ং ব্রহ্মাও পাঁঠা-গরু-ছাগলদের কোনো
সান্ত্বনা দিতে পারেন নি
পুকুরে শালুক ফুটছে মানুষের জন্য
পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসছে নদী মানুষের জন্য
ধুলোর মধ্যে খসে পড়া বীজ একদিন মহীরুহ হচ্ছে
মানুষের জন্য
মরুভূমি কাছে এগিয়ে আসছে মানুষের জন্য
বিন্নি ঘাস ও তলতা বাঁশ বুক পেতে দিচ্ছে।

মানুষের জন্য
ধরিত্রী স্বেচ্ছায় ফালা ফালা হচ্ছেন মানুষের জন্য
তবু একটি তীক্ষ্ণ স্বর, সব কিছু ঢেকে দেয়
একটি শিশুর কান্না
একটি কালো রঙের ব্রজের দুলাল যেন
তার ফোলা পেট থেকে ঠিকরে আসছে নাভি
পা দুটি ধনুকের জ্যা- এর মতন
বাঁকা
তার বুকে এক আকাশ জোড়া তৃষ্ণা
এক বসুন্ধরা জোড়া খিদে
তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাউই...

যারা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান গড়েছিল
যারা সমুদ্রের বুকে নির্মাণ করেছিল সন্ত মিশেলের টিলা
যারা শূন্যের পটভূমিকায় সাজিয়েছে তাজমহল
যারা সোনালি সেতু দিয়ে ছুঁয়েছিল দূরতর দ্বীপ
যারা হারমিটেজ সংগ্রহশালায় জাজ্বল্যমান করেছে
মানুষের
হৃদয় ও মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি
যারা বাষ্পকে করেছে ভৃত্য, বিদ্যুতকে আলাদীনের প্রদীপের
দৈত্য
যারা চাঁদের বুকে পা দিয়ে টেলিফোনে বার্তা পাঠিয়েছিল
পৃথিবীকে
যারা ভাঙতে চেয়েছিল দেশ সীমার দেয়াল
তারা নিজের সন্তানদের আদর করতে করতে কোন ছবি দেখেছিল
আগামী কালের

গ্যালিলিও কি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে ভেবেছিলেন
তাঁর উত্তর পুরুষেরা
রাজনীতির পাশা খেলোয়াড়দের ক্রীতদাস হবে
লুই পাস্তুর কি জানতেন পাগলা কুকুরে কামড়ানো
যে কিশোরটিকে তিনি বাঁচালেন
তাঁর জীবন-মরণ বাজি ধরা চেষ্টায়
সে অকারণে এক মুহূর্তে মরে যাবে একটি সৈনিকের
গুলির ফুৎকারে
সহস্র সূর্যের দীপ্তিতেও কি ওপেনহাইমার
দেখতে পান নি
সেই টলটলে পায়ে
হেঁটে যাওয়া শিশুটিকে...
সমস্ত আগুন নিভে যাওয়ার পর আকাশ ছেয়ে আছে
ছাই রঙের অন্ধকারে
যেখানে প্রাসাদমালা ছিল সেখানে
একটি বিরাট দগদগে ঘা
যেখানে নদী ছিল সেখানে নদী নেই
যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নেই এক টুকরো পাথর
যেখানে ভালোবাসা ছিল, সেখানে দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না
যারা জয় চেয়েছিল, তাদের কঙ্কালও মাটি পায় নি
যারা রূপ চেয়েছিল, যারা স্বপ্নে সৌধ গড়েছিল
যারা লড়েছিল মানুষে মানুষে সাম্যের জন্য,
যারা আরাধনা করেছিল অমরত্বের
যারা প্রতিদিন জল দিয়ে, স্নেহ-মমতায় বানিয়েছিল
ছোট ছোট সাংসারিক উদ্যান

তারা আজ কেউ নেই
পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বীরা একই সঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে
চরাচর জুড়ে এক নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে এসেছে আবার
এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে সে হাঁটছে
আস্তে আস্তে পা ফেলে
তার শীত করছে
শুধু তার জন্যই আবার জাগতে হবে সূর্যকে।

কতদূরে

মানুষের পাশাপাশি পাখি ও পিঁপড়ের
শুরু হলো ভোরের সংসার
দিনের আলোর নীচে চাপা দীর্ঘশ্বাস
পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে যার মাথাব্যথা নেই
সেও জানে প্রেম কত কম,
বাতাসেরও ভাগাভাগি হয়ে আছে তাই
মেহ এত দ্রুত মরে যায়
জিরাফ ও প্রজাপতি একই খেলা খেলে
তবু তারা মানুষের চেয়ে কত দূরে!

কাছাকাছি মানুষের

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা, যারা খুব চেনা
তাদের হৃদয় খুব জানাশোনা ভেবে বসে আছি
যত ভালোবাসা স্নেহ পাবার নিয়মে পেয়ে গেছি
কখনো ভাবিনি তার প্রত্যেকের ভিন্ন বর্ণচ্ছটা
প্রত্যেক হৃদয়ে বহু কুয়াশার ইন্দ্রজাল, মৃদু অভিমান
কাছাকাছি মানুষের বিশাল দুরত্ব দেখে থমকে গিয়ে দেখি
ফেরার রাস্তাও যেন মুছে গেছে, সেই থেকে আমি
কাছাকাছি মানুষের সুদূর রহস্যে মিশে আছি।

ঘোরায় কেন একটি বিন্দু

ভেবেছিলাম অভ্র-আড়াল, ফঙ্গবেনে; যখন তখন
যেমন খুশি যাওয়া
চোখে আমার কিসের আঠা, হাতে আমার
কিসের দড়ি, মা
পাতাল ঘেরা বুকে এমন কাতর ঢেউ কখনো কেউ
শুনতে পেলে না
ঝড় উঠেছে, ঝড়ের নাভি খুঁজতে খুঁজতে শ্মশানঘাটে
দগ্ধরেণু পাওয়া!

বৃষ্টি যেন মায়ের মা, সে সব কোন্ আদ্যিকালের
ছেলেবেলার কথা
সত্যি আমি জন্মেছি কি, জন্মটা কোন্ উন-কপালী
পাহাড়ী ঢল, আহা রে
যে-যার নিজের প্রেমে পাগল, আয়না ভেঙে টুকরো টুকরো
ফুটেছে ফুল বাহারে
তবু আমায় ঘোরায় কেন একটি বিন্দু, গভীরে যার
সিন্ধু নীরবতা!

জলের মধ্যে মিশে আছে

তারপর একজন উঠে গেল ট্রেন ধরতে, ঠোঁটে তৃণমূল নিয়ে
একজন বসে রইল নদীর ধারে
আর একজন চঞ্চল চাহনিতে চিঠি লিখছে পোস্টাফিসের কাউন্টারে
দাঁড়িয়ে
এই সময় ট্রাম লাইনে ঝলসাচ্ছে কপিশ রোদ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
মিলিয়ে গেল তৃতীয় ভুবনের একটি তারা
টেলিপ্রিন্টার ও বিমান গর্জনের মধ্যে অজাত শিশুর কান্না
শাঁখ বাজছে স্মৃতির মধ্যে বিলীন তুলসী মঞ্চে, কৈশোরের
জেদের মতন উড়ছে বাতাস
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
এখন গল্প হবে, সমস্ত হারানো মানুষের গল্প হবে
ওরা কোন অলক্ষ্যপুরীতে ওদের চোখের ধুলোয় জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে
সেই জলের মধ্যে মিশে আছে রক্তাক্ত স্বদেশ...

তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা

এক এক রকম অন্যায় আছে, যা আয়নার উল্টোপিঠের মতন
খুব কাছে কিন্তু কেউ উঁকি মেরে দেখে না
এক এক রকম মাকড়সার জাল আছে, যা উৎসব বাড়ির সন্ধেবেলায়
হিসিভেজা পোষাকের মতন, প্রকাশ্যে খুলে ফেলা যায় না
এক এক রকম কুমিরের কান্না আছে যা শুধু খবরের কাগজের
পৃষ্ঠা ভাসিয়ে দেয়
এক এক রকম ভালোবাসা আছে যা নদীর কিনারে ভাসমান
শবের মতন
কেউ চেনে না, চিনতেও চায় না
এক এক রকম বন্ধুত্ব শুধু দরজার পর দরজা বন্ধ করে দেয়
এক এক রকম প্রকৃতি আছে যা শুধু দুঃস্বপ্নেই সুন্দর
এক এক রকম ধ্বংস আছে যা রাত্রির বিছানায় প্রমত্ত
সুখের মতন
অথচ চায় গাঢ় প্রতিশোধ
এক এক রকম জীবন আছে যা অলীক কেল্লার বিশ্বস্ত
প্রহরীর মতন
তবু আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা ভরে যায়।

তার আগে, তার আগে

আমার ডান হাতের আঙ্গুলে এক টুকরো
নীল সুতো
এর থেকেই তৈরি হবে স্বর্গের জয়-পতাকা
অবশ্য দেরি আছে।
তার আগে দোয়েল পাখির শিস তুলে নিতে হবে ঠোঁটে তার আগে
এক একটি উন্মোচনের জন্য অপেক্ষা
তার আগে
বারুদের ঘরবাড়ির মধ্যে ভালোবাসা
তার আগে, তার আগে, তার আগে...

দাও সামান্য

আর কিছু নয়, দু’ আঙুলের ডগায় নুন তোলার মতন
দাও ভালোবাসা!

কবে লিখেছিলাম এমন, পঁচিশ বছর আগে?
কাকে, কার উদ্দেশে, মনে নেই।
আমার শরীরময় মারকিউরোক্রোম ছাপের মতন ক্ষত
কিংবা স্মৃতি
আমি দুঃখ-টুঃখ পুড়িয়ে সিগারেট ধরিয়েছি
আলিঙ্গনের উষ্ণতা পেয়েছি বলেই টকাটক উড়িয়েছি গরলের পাত্র
কতবার কৌতুকহাস্যে অপরের চোখের জল চেটেছি জিভে

শরীর চেয়েছে শরীর, দিয়েছি, নিয়েছি
শরীর ডানা মেলে উড়ে গেছে, বিছানায় কয়েক ফোঁটা
ভিজে দাগ
বিষাদপন্থীদের মতন যাইনি প্রকৃতিবন্দনা ছন্দে মেলাতে
তবু আজ মেঘলা আকাশ ও ঘুমন্ত পৃথিবীর মাঝখানে
একলা দাঁড়িয়ে আবার বলতে চাই
দুআঙুলের ডগায় নুন তোলার মতন দাও,
দাও সামান্য ভালোবাসা!

দিগন্ত কি কিছু কাছে

আজ বহু দূর এসে কংক্রিট ছাদের নীচে
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি,
বসে আছে নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা,
দুপুরের বর্ণদ্যুতি, বাতাস দ্বিখণ্ড করে
ডেকে ওঠে চিল,
একটু একটু মন খারাপ, কবিতার খাতা
মুড়ে উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ
আকাশ অচেনা লাগে, দিগন্ত কি কিছু
কাছে এগিয়ে এসেছে?

দেরি

বিকেলের গা চুইয়ে গড়িয়ে পড়ছে
মনোহরণ
এবারে শেষ স্নান সেরে নিতে হবে
আকাশে মখমলের পর্দা, এই বুঝি সরে যাবে একটুখানি
উদ্ভাসিত হবে কোন অসম্ভবের স্থিরচিত্র
জানি না
তার আগে তৈরি হয়ে নিতে হবে, যেন
দেরি না হয়ে যায়।

দেরি করা যাবে না

অপরূপের নিভৃত নির্মাণের পাশে অলীকের সেই ধাতুময় নিসর্গ খনি
এ বাড়ির সুষমা ধার করে আনে ওদিককার দুচারটি অভ্রফুল
মাঝে মাঝে বাতাস ওদের ছুটির পরিপূর্ণতার দিকে ডাক দেয়
তখন তুলসী পাতার সৌরভের চেয়েও মৃদু কোনো নিঃসঙ্গতা
আমাকে চোখ মেরে বলে, যাবে নাকি?

এইসব অপরের সৃষ্টি ও অপরের লাবণ্যের মধ্যে খালি পায়ে ঘুরতে ঘুরতে
মনে হয় আমি আর নিজস্ব নয়, আমি মোহ-পরিবারের ছোট ছেলে
যেন ভিজে ঘাসের ওপর পাতলা পর্দার মতন বিছিয়ে আছে যুদ্ধপূর্ব বাল্য
তখনও ভাঙার জন্য গড়া হয়নি কোনো নগরী, নদীগুলিকে কেউ বাঁধেনি
বেশি দেরি করা যাবে না, ওদিকে কেউ কাঁদছে।

দ্বিধা

পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না
পাথরের ভাঁজ ভেঙে উঠে আসে ঘুম
পাখার বাতাস, ঝিল্লিরব
জানালার পাশেই ডাকে একাকী সমুদ্র, তার শান্ত দুটি ডানা
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না।

সমস্ত বাগান ভরা যৌন গন্ধ, ভাট ফুল
ওরা কিন্তু বাগানের নয়
মিটিং-এ সংবাদ পত্রে রটে গেছে মানস কানন
সেখানে মালির হাতে নির্বাচিত ফুলের কেয়ারি
বাল্যস্মৃতি চিরে যায় টিয়া পাখিটির তেজী ডাক
সুন্দরের পাশে পাশে ঘোরে এক বোবা কালা প্রেত
পৌঁছনো যাবে না ভেবে বাড়ি থেকে বেরুনো হয় না।

নীরা তুমি কালের মন্দিরে

চাঁদের নীলাভ রং, ওইখানে লেগে আছে নীরার বিষাদ
ও এমন কিছু নয়, ফুঁ দিলেই চাঁদ উড়ে যাবে
যে রকম সমুদ্রের মৌসুমিতা, যে রকম
প্রবাসের চিঠি
অরণ্যের এক প্রান্তে হাত রেখে নীরা কাকে বিদায় জানালো
আঁচলে বৃষ্টির শব্দ, ভুরুর বিভঙ্গে লতা পাতা
ও যে বহুদূর,

পীত অন্ধকারে ডোবে হরিৎ প্রান্তর
ওখানে কী করে যাবো, কী করে নীরাকে
খুঁজে পাবো?

অক্ষরবৃত্তের মধ্যে তুমি থাকো, তোমাকে মানায়
মন্দাক্রান্তা, মুক্ত ছন্দ, এমনকি চাও শ্বাসাঘাত
দিতে পারি, অনেক সহজ
কলমের যে-টুকু পরিধি তুমি তাও তুচ্ছ করে
যদি যাও, নীরা, তুমি কালের মন্দিরে
ঘন্টধ্বনি হয়ে খেলা করো, তুমি সহাস্য নদীর
জলের সবুজে মিশে থাকো, সে যে দূরত্বের চেয়ে বহুদূর
তোমার নাভির কাছে জাদুদণ্ড, এ কেমন খেলা
জাদুকরী, জাদুকরী, এখন আমাকে নিয়ে কোন রঙ্গ
নিয়ে এলি চোখ-বাঁধা গোলকের ধাঁধায়!

নীরা, গৌতম বুদ্ধ

পাঞ্জাবে রোজ খুন-খারাপি হচ্ছে দশটা-পঁচিশটা
অথচ আমি এই মধ্যরাত্রিতে নীরার জন্য একটা
স্তোত্র লিখতে চাই
কৃপাণ ও বন্দুকের নল কুঁড়ে ওঠে নীরার মুখের চারপাশে
যারা মরে ও যারা মারে দুরকম দীর্ঘশ্বাস ঝলসে দেয় বাতাস
ডটপেন শুকিয়ে যায়, আমি অন্য কলমের খোঁজে তাকাই
এদিক ওদিক
ঠিক তখনই একটা নীল বিদ্যুতের শিখা আকাশের এক প্রান্ত

থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেলে
এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে ওঠে গৌতম বুদ্ধের দুটি চোখ
তারপরই এক ঝাঁক বিমান সুগম্ভীর শব্দ করলে বুঝতে পারি
সশস্ত্র বিমান যাচ্ছে
প্রত্যেক সীমান্ত প্রদেশে
আমি কলম খুঁজে পাই না, দেশলাই খুঁজে পাই না, অবলুপ্ত
চাঁদের মধ্যে হারিয়ে যায় নীরার মুখ
অন্ধকার ব্যবসায়ীরা জেগে ওঠে, নগর ডুবতে থাকে পাতালে
বালিশে মাথা দিয়ে, জীর্ণ সভ্যতার কম্পিত মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে
আমি গৌতম বুদ্ধকে একবার, মাত্র একবার
নীরার মুখ চুম্বনের অধিকার দিই
অন্তত ওরা দুজন কয়েক মুহূর্তের জন্য আনন্দের পতাকা
তুলে ধরুক
এই ভেবে আমি পাশ বালিশের মতন জড়িয়ে ধরি ঘুম।

পিঁপড়ের এপিটাফ

ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে একটা খুদে লাল পিঁপড়ে
সে মাথা বেয়ে নেমে আসে নি, সে পায়ের তলা থেকেও
উঠে আসে নি
সে বাতাসে ছিল, কিংবা নিশ্চিত অন্তরীক্ষে
সমস্ত শরীরে পিঁপড়ে-দংশনযোগ্য কয়েক লক্ষ বিন্দু
তবু কেন সে কামড়ে ধরলো ওষ্ঠটাই
কিংবা সে কেন আমারই মুখে ঢেলে দিতে চাইছে ক্রোধ
বেশ জ্বালা আছে, তাকে হেলাফেলা করা যায় না

এরকম অবস্থায় তাকে আঙুলে তুলে টিপে গুঁড়ো করে ফেলাই তো
স্বাভাবিক, অন্যমনস্ক ভাবে...
সে চলে গেলেও আগুনের একটা ফুলকি থেকে যায়
একজন আততায়ীর কথা মনে পড়ে, যার ছদ্মবেশ চেনা যায় না
দু একটা ছেড়া চটির মতন অপমান, পরে জিভ কাটার মতন
ভুল
পানাপুকুরের জলে মেঘলা সূর্যের রশ্মি পড়া রঙের মতন বিস্মৃত
আফশোষ...
একটি পিঁপড়ে যে এক মিনিট আগেও ছিল না, এখনও নেই
যে আকাশ থেকে খসে পড়েছিল, আবার মিলিয়ে গেছে
পঞ্চভূতের ভগ্নাংশে
মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে সে তার অবয়বের কোটি গুণ মনোযোগ
কেড়ে নিয়ে গেল
একই জায়গায় বসে থাকা আমি সেইটুকু সময়ে অন্য মানুষ,
তুলে নিই কলম
মানুষের ঠোঁট কামড়ে ধরা প্রায় অদৃশ্য একটি পিঁপড়ের ছবি
কোনো শিল্পী কোনোদিন আঁকবেন না
তাই লিখে রাখা হলো এই কয়েকটি লাইন..

পিছুটান

মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি আকাশে লাল মেঘ
আসবে, যে কোন সময়ে সে এসে পড়বে, সে আসবে
তার আগে সেরে নিতে হবে কি অসমাপ্ত কবিতার কাজ?
কাগজের মাথায় আলপিন, বুকে পাথর

মেঝেতে ছড়ানো টুকরো টুকরো বাল্যস্মৃতি
উড়ছে ধূসর রঙের ঘোড়া। শুনতে পাচ্ছি হ্রেষা
বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মতন নাদ ব্রহ্ম, অসংখ্য নিশান
কী যেন বাকি রয়ে গেল, কী যেন, আঃ এত পিছুটান!

বাতাসে কিসের ডাক, শোনো

যাবে?
ক্ষণেক দাঁড়াও, আগে ট্যাকের গিটটা কষে বাঁধি
যাবে?
কে বললে যাবো না, একটু দিগন্তকে ওড়াই ফুঁ দিয়ে
যাবে?
তিনটে পঞ্চান্নর ট্রেন, হাতে কিছু হকার্স মার্কেটে কেনাকাটি
যাবে?
যাওয়ার জন্যই আসা, তবে এত ব্যস্ততা কিসের
যাবে?
চেয়ে দ্যাখো, সোনা ভেঙে ধুলো হচ্ছে, ধুলোয় গড়াচ্ছে স্বাধীনতা
যাবে?
যে যেখানে খুশি যাক, আমার এ ভাঙা ঘরে প্রিয় অন্ধকার
যাবে?
পা বাড়িয়ে বসে আছি, চীন থেকে আসুক বারুদ
যাবে?
যাব কি যাব না আমি নিজে বুঝবো, তুমি কে হে ফোঁপর
দালাল
যাবে?

আজকে র‍্যাশান কার্ড দেবে, আজ অন্য সব ঝুট ঝামেলা বাদ
যাবে?
দুপুরে শ্মশানে যাবো, রাত্রে এক বিয়ে বাড়ি, না গেলেই নয়
যাবে?
কোথায় যাবে হে, এসো, সস্তায় জোটানো গেছে এক বোতল
রাম
যাবে?
যমও ফিরে গেছে দুদুবার খালি হাতে, তুমি নাও এক টুকরো
বাতাসা
যাবে?
লিবিডো প্রবল, শুধু মনে হয় বাকি রয়ে গেল অর্ধতি
যাবে?
ছেলেটার উচ্চ মাধ্যমিক, এ বছর প্রশ্নই ওঠে না
যাবে?
পুরুষ সাম্রাজ্য আগে ভেঙে যাক, ঘাসবন থেকে হোক সভ্যতার
শুরু
যাবে?
ঘা শুকোচ্ছি। গতবার যেতে গিয়ে যা যা হলো কিছুই ভুলিনি
যাবে?
আমার নিজস্ব পথে যাবো, তাই পাথর ও কংক্রিটের অর্ডার
দিয়েছি
যাবে?
গুরুমন্ত্র কানে আছে, আর সবই লাল-নীল সোনালি লালসা
যাবে?
মূর্খরাই কামানের খাদ্য হয়, সেনাপতি থাকে ঠাণ্ডা ঘরে

যাবে?
নিয়তি রেখেছে বেঁধে ভালোবাসা-অশ্রু-রক্ত মাখা এক নিশানের
নীচে
যাবে?
মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, ভাই বোন...আমার তো ইচ্ছে ছিল খুবই
যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে? যাবে?
যাবে? যাবে? যাবে?.....

বান্ধবগড়ের ধ্বংসস্তূপে

দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে
সেসব দিনের হৃৎস্পন্দনে ঝড়ো হাওয়া ছিল সঙ্গী
ছেড়া চপ্পলে ভিখারির হাসি, কার্পাস বীজ সন্ধ্যা
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর
দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে।

টুকরো আগুন যে-যেমন চায় ফুলকি উড়েছে নদীতে
গরল-শাসনে সুধা কৌতুক, আয়ু বাজি রাখা উৎসব
প্রিয় নিশিডাক, নিত্য নতুন পথ ছুটে গেছে স্বর্গে
ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর
তবুও তৃষ্ণা মেটেনি এখানে ধ্বংসের মরীচিকা!

দেয়ালই ছিল না ফাটলের কথা কী করে বা মনে আসবে
কার অরণ্য কোন অরণ্য এসবই আমার অচেনা
পটভুমি নীল বাঁধের ওপাশে পীতাভ রঙের অশ্ব
কিছু না থাকার স্মৃতি গম্বুজে দোয়েল পাখির শিস

ধুলো সুন্দর, খিদে সুন্দর, পায়ের ব্যথায় সুন্দর!

বীর্য

যাও নতুন উপনিবেশে, নতুন রাস্তায় বাড়ি হাঁকো
ডিপ টিউবওয়েলে ভেজাও বালিয়াড়ি
লাগাও ম্যাজিকের কৃষ্ণচূড়া গাছ
গর্ত থেকে টেনে তোলো সাপ, এখানে শিশুদের পার্ক
হবে মহেঞ্জোদারো থেকে শিখে নাওনি ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী?

কীট-পতঙ্গের সংসার ভাঙো, এখানে
শুরু হবে মানুষের সংসার
মানুষের জন্য আরও চাই, আরও চাই, সব ভূমি চাই
প্লট ভাগ করো, দক্ষিণ খোলা নিজের জন্য নাও
ভিত্ পুজোর জন্য দুঘণ্টা

তারপর খোঁড়াখুঁড়ি, ইট-কাঠ-লোহা...

এখনো যেখানে শূন্য সেই তিনতলায় একদিন
সুখ শয্যায় শুয়ে তোমার নারীর গর্ভে বীর্য নিষেক করবে
হ্যাঁ, বীর্য যেন থাকে, যেন থাকে, শুকিয়ে না যায়
তার মধ্যে!

ব্রিজের ওপর থেকে নদী

ব্রিজের ওপর থেকে নদী দেখা, আকাশ ঝুঁকেছে খুব কাছে
মানুষবহুল এই পৃথিবীতে কোন কোন সন্ধেবেলা
মানুষ থাকে না
একজন কেউ থাকে, বাতাসে একলা চুপ, সে কারুর নয়,
প্রেম রিরংসার নয়, ক্ষুধা বা জয়ের নয়; ব্যর্থতারও নয়,
জলের তরঙ্গে চাঁদ, অন্তরীক্ষ ছেয়ে আছে গহন মানস,
দুদিকের পথ যেন আবার জন্মান্তে ফিরে সবুজ হয়েছে
সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে শুরু হলো অদ্ভুত পাগলাটে ঐকতান
এবারে তোমাকে দেখি, খুলে দাও বুক, দেখি
তোমাকে, তোমাকে।

ভালোবাসতে চাই

প্রয়োজনের মধ্যে বারুদ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে
আমি এক এক সময় অপ্রয়োজনকে বেশি ভালোবাসি
যেমন জ্বলন্ত হাতের পাঞ্জায় ফুলকে নরম আদর
যেমন নদীর মৃত্যু দৃশ্য দেখে সতরঞ্চি বিছিয়ে
তাস খেলা
যেমন নারীকে
কখনো কখনো সম্পূর্ণ নারীকেও নয়
কোমরের আয়না-ভাঙা চাঁদ, জলতরঙ্গের মতন দ্বিরাগমন
তীব্র মধ্যমে এক টুকরো হাসি

অপরের নারী, শুধু তার মাধুর্যের দিকে অলীক
হাত বাড়িয়ে দেওয়া
যেন অন্য দেশে পর্যটনের ক্ষণিক প্রকৃতি-সুখ
হ্যাঁ, মনে পড়লো, অন্য দেশে গিয়ে আমি অবান্তরভাবে
স্বদেশ প্রেমিক হয়ে উঠি
গাড়লের মতন, অন্ধের মতন, আধো-চেনা মাতৃভূমির বন্দনা
আবার যখন একা, যখন পা-জামার দড়ি
অনায়াসে গিট খুলে রাখা যায়
নিজের নিভৃতির মুখোমুখি কোনো অলৌকিক হাতছানি
তখন আমি আচমকা বিশ্ব-প্রেমিক
যদিও এই তথাকথিত বিশ্ব আমাকে গ্রাহ্য করে না কানাকড়িও
একটা বোতামের ওঠা-নামা, তার ওপর টলমল করছে
পিঁপড়ে, পাখি ও পুতুলের সংসারের
ধ্বংস-স্থিতাবস্থার সন্ধিক্ষণ
তবু যেন সিন্ধবাদের বুড়োর মতন গোটা মানব সভ্যতা
চেপে থাকে আমার ঘাড়ে
আমার ঘাড় ব্যথায় টন্টন করে
হ্যাংলার মতন, পা-চাটা কুকুরের মতন আমি এই
হৃদয়হীন সভ্যতাকে
ভালোবাসতে চাই!

মাত্র এই এক জীবনে

অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা

নদীর এক ধারে শুধু সারিবদ্ধ গাছ রুদ্ধবাক
আমাদের দিনগুলি জলের ভেতরে জল
তারও নীচে জল
রোদ্দুরের পাশাপাশি ছায়ার নির্মাণ তারা ক্রমশই গাঢ়
অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
যে কথা তোমার নয়, যে কথা আমার নয়
সকলেই সেই কথা বলে
কেউ চলে যায় দূরে একা মুখ লুকোবার ছলে
পিঁপড়ের সংসার ভেঙে যায়
পড়ে থাকে ঝুরো ব্যুরো মাটি
ভালোবাসা ছিল, যেন বাঁধের কিনারে একা গাছ
দিন চলে যায় রাতে, রাত্রিগুলি শুধুই অদৃশ্য
নীরব মুহূর্তে গাঁথা মালাখানি আমাকেও রেখে যেতে হবে
অনেক গোপন কথা...
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা।

মানুষ রইলে না

এক মনোহরণ সকালবেলায় তোমরা বাগানে বসেছে
ছোট-হাজুরির টেবিলে
আত্মপ্রত্যয়ী পিতা, মমতাময়ী মা, মাথায় সোনালি চুল
তিনটি দুষ্টুমি-সারল্য মাখা কিশোর-কিশোরী
অপরূপ রোদ, স্বর্গের সৌরভমাখা নরম বাতাস
খিদমগার এনে দিচ্ছে গরম গরম টোস্ট, সসেজ, ডিম সেদ্ধ

পোরসিলিনের পাত্র থেকে উপচে আসছে চায়ের ধোঁয়ার মাদক গন্ধ
মা মাখিয়ে দিচ্ছেন মাখন, বাচ্চারা কাড়াকাড়ি করছে কাগজের
খেলার পাতাটি নিয়ে
তৃপ্ত পিতা দেখছেন তাঁর সাজানো সংসার, সার্থকতা
সাদা রঙের বাড়ি, অলিন্দে অর্কিড, সবুজ লন, গেটের বাইরে
ধোয়া-মোছা চলছে দুটো গাড়ির
তারপর তিনি দেখলেন পেয়ালা-পিরিচে ছিট ছিট রক্ত
টোস্ট, সসেজ, ডিমসেদ্ধ, দুধ, কর্নফ্লেক্স, মার্মালেডে রক্ত
মানুষের রক্ত
একজন কবিকে এইমাত্র ফাঁসি দেওয়া হলো, তার রক্ত
যারা রুটি বানায়, যারা গরু-মোষ নিয়ে মাঠে যায়, আবার
যখন-তখন গুলি খেয়ে মরে, তাদের রক্ত
তোমাকে, তোমার সুখী পরিবারকে পান করতে হবে এই রক্ত
তারপর আর তোমরা মানুষ রইলে না
তোমরা নরখাদক হয়ে গেলে!

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে...

প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে করতে দুহাত ছড়িয়ে আড়মোড়া
ভাঙতেই
ঠেঙো ধুতি ও ফতুয়া পরা, ছাতাবগলে একজন শালিক শালিক চেহারার
লোক
থমকে জিজ্ঞেস করলো,
কে গো, আমাদের ফটিক লয়?
বাজপাখির মতন এক সুবিশাল হাস্য দিয়ে তাকে চুপসে দিলুম

সে পালাবার পথ পায় না, তো তো করে নেমে গেল রেললাইনে
প্রচণ্ড রোদে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো তার গা থেকে, সে কপূর হয়ে গেল
দিগন্তে...

একটু বাদে ট্রেন ছাড়বার পরেই এক সবুজ ঢেউয়ের মতন বিস্মরণ
ঝাপটা মারে আমার কপালে
জানলার পাশে দুটো উড়ন্ত ফিঙে চোখ মেরে বলে যায়, দুয়ো, দুয়ো
আমিই কি তবে ফটিক, কিংবা তার যমজ, এতক্ষণে আলপথ ধরে
ঠেঙো ধুতি ও ময়লা ফতুয়া, ছাতাবগলে শালিক লোকটার পাশাপাশি
হেঁটে যেতে যেতে
কোথায়...কোন গ্রামে...ফটিক কি এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল
পালিয়ে ছিল দারোগা-মহাজনের তোয়, সুফল আনতে গিয়েছিল শহরে
সে ফিরেছে বলে শাঁখ বাজবে, চোখের জল দিয়ে ধোয়ানো হবে তার
পা
একটি অকাল-বৈধব্য মাখা স্ত্রীলোক ছাই ছাই চোখ মেলে বলবে,
হেথায় তো তোমায় কেউ জোর করে ধরে আনেনিকো
কেন এলে?
আঁশটির মতন ধারালো তার উদাসীনতা, টিয়া পাখির মতন তীক্ষ্ণ
ট্যাঁ ট্যাঁ করছে দুএকটি বাচ্ছা...

অকাল বৃষ্টিতে পচে গেছে ধানের গোছ, পূর্ণিমার চাঁদের গায়ে কাদা
কালভার্টের পাশে তাড়া তাড়া নির্বাচনী ইস্তাহার সেঁতিয়ে পড়ে আছে
বাঁধ ভাঙা নোনা জলে ঘুরপাক খাচ্ছে ফটিকের ছেড়া চটি
এই অনন্তের টুকরো দৃশ্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব
একটি নবীন তৃণের ডগা মাথা তুলে বললো, ফিরিয়ে দাও ফটিককে
তার নিজের জায়গায়

নইলে সব কিছু মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে..

রামগড় স্টেশনে সন্ধ্যা

ট্রেন এলে চলে যাব, ততক্ষণ চেয়ে দেখি প্রজাপুঞ্জ সহ এই সম্রাট
আকাশ
ধোঁয়াটে মূর্তির মতো কয়েকটি মনুষ্য বিন্দু ঘুরছে ফিরছে প্লাটফর্মে, লাইনের
উপরে
আমার বন্ধুটি পাশে সিগারেট ঠোঁটে চেপে ছুটি শেষ করা এক ঘন দীর্ঘশ্বাস
ধোঁয়ায় মিশিয়ে ছুঁড়লো আমার চোখের দিকে, রামগড়ে, বাতাসের প্রতি
স্তরে স্তরে।
কলকাতায় ফিরে যাবে সহস্র সুতোয় বাঁধা কীর্তিমান সুদর্শন ছিম-ছাম যুবক
ট্যাক্সিতে সময় মাপবে, অনেক সন্ধ্যাকে খুন করবে নানা রেস্তোরাঁয়,
এরোড্রোমে, ভিড়ে
শনিবার তাশ খেলবে, ঘরভরা অট্টহাসে টেনে নেবে বন্ধুদের চোখের চুম্বক
সুখের নানান সুর এঁকে রাখবে ওষ্ঠে, চোখে, দ্যুতিময় যৌবনের বুক
চিরে চিরে।

এখন সে অকস্মাৎ চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-প্রতিম এই সায়াহ্নের
দিকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ আমাকে বলল, কেঁপে উঠে যেন এক অন্য
কণ্ঠস্বরে
আশ্চর্য, আশ্চর্য, দেখ!সবলে আমার হাত ধরে রেখে চেয়ে রইল, তীব্র
নির্নিমেষে
অশ্রুর বিন্দুর মতো শীতের করুণ রৌদ্র তখন বিরলে ঝরছে পর্বত শিখরে।

গ্রীসীয় মূর্তির মতো রূপবান, বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-অগ্রাহ্য করা আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু নিতান্ত সামান্য, ক্ষুদ্র, পটভূমিকার পাশে মূঢ়, অসহায়
ভঙ্গিতে দেখেছি আমি।-সুনন্দ, ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছো?
তৎক্ষণাৎ আমি তার বুকে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু হেসে, চৈতন্য এনেছি সেই মায়াবী
সন্ধ্যায়।

শান্তি, শান্তি

সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী মেয়েটির প্রস্ফুটিত পবিত্র মুখখানি দেখে
আমি কল্পনা করি ওর তেইশ বছরের প্রজ্বলন্ত যৌবন
তখন আমি হয়তো থাকবো না
আমি তখন ধুলো হয়ে বাতাসে উড়বো কিংবা
কবরস্থানে কেঁচোর খাদ্য হবো
কিংবা দু-একটা দীর্ঘশ্বাসের টুকরো টুকরো স্মৃতি
তবু শতাব্দী পেরুনো উধাও প্রান্তরের পরিব্যাপ্ততায়
একটি বিন্দু ক্রমশঃ রং ও আয়তন পায়
ঝংকৃত পা ফেলে ফেলে
জলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মাধুর্যের ছবি
কী গমাখা তার চিবুক। ওষ্ঠে স্বর্গ দেখা হাসি
হাতছানি দিয়ে সে ডাকে কোলাহলময় পাখির মতন শিশুদের
আমি সেই চিবুক, সেই ওষ্ঠে আমার সুদীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিচ্ছি।

শুধু যে হারিয়ে গেছে

নদীটিকে বুকে তুলে নাও
ডানা ভাঙা হলুদ কপোতী হয়ে উল্টে পড়ে আছে গিরিখাদে
ও একটু আদর চায়, বুকের গরম চায়, দাও!
লাবণ্য কণিকা চেয়ে কাঙাল হয়েছে এক রাজরাজেশ্বর
তাকে কিছু দেবে, ভেবে দ্যাখো!
অরণ্য পেয়েছে ওম, পথের সংসার সব তোমারি প্রশ্রয়।
এই যে সন্ধ্যার অশ্রু, যার মন রোদে ভরা সেকি কিছু বোঝে?

মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়
স্তব্ধতার চেয়ে আরও অনেক নিঃশব্দ, হিম, চুপ
কে যেন পুকুর ঘাটে দুপুরের অবেলায় বলেছিল, যাও
তাই শুনে চলে গেল ইস্কুল বাতাস, গেল খুশিময় ছবি
লোহা ভাঙা শব্দ এসে ভরে দিল অর্ধেক জীবন!
তবু, মাটির মূর্তির মতো, যারা যায় সব ঘুরে ফিরে আসে
বাগানের ফুল হয়ে ওঠে ফুটে ওঠে গুপ্ত অভিমান
উষ্ণ চাদরের মধ্যে লুকিয়ে আরাম করে কৈশোরের স্মৃতি
ওষধি ঘাসেরা সব জানে।

দাও, যাকে যা দেবার সব দাও
শীতের বৃক্ষকে দাও সবুজাভা, জলে-জঙ্গনে হাতছানি
মেঘ-মৃত্তিকায় দাও ছন্দ, আগুনকে অগ্নিতর করো
কোমরের খাঁজ থেকে বিচ্ছুরিত আলো দেবে নিশুতি রাত্রিকে
তাও জানি, সমুদ্রও কিছু কি পাবে না?

শুধু যে হারিয়ে গেছে, হীরে নয়, দ্যুতি
তারই জন্য এত কাণ্ড, ছন্দ-হেঁড়া এসব কবিতা!

সরল গাছের ছায়া

এ ঘরের ভুল ও ঘরে লুকিয়ে রাখি
বিকেলের আলো আধো হাসি দিয়ে ডাকে
চিঠি জমে যায় পল্কা বছর পেরিয়ে
কপালের ভাঁজে জমে আছে বহু কাজ।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পতনের মূর্ছনা
পাতাল জেনেছে আসন্ন উৎসব
বড় পিছু টান কুসুম হাতের মায়া
রূপের কাঙাল জন্মান্ধের যমজ

কথা ছিল যেন এ জীবনে কিছু চেনা
আকাশ ভাঙলো নীলিমার নৈরাজ্য
একটি দেখার বিপরীতে এত ভ্রান্তি
জলের ওপর সরল গাছের ছায়া।

স্বয়মাগতা

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারাদিন
সবার চোখের সামনে দিয়ে মায়ার মতন আড়াল করা জীবন
কিংবা যেমন ত্রিবেণী সংগমের সরস্বতী নদীর ধারা

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন।

একটু একটু দগ্ধ করে শেষ করেছি সব আরব্ধ যজ্ঞ
হাড়ের বাঁশি সুর সেধেছে ও কিছু নয়, কিছুই যেন কিছু না
চামড়া-পোড়া গন্ধ নিয়ে গর্ব ভরে গেছি সভার মধ্যে
আঙুল কাটা রক্ত চুষে বলেছিলাম, দ্যাখো কেমন পাওয়া !

আমার ঘরে জমানো সব টুকরো-টাকরা, যেন মুণ্ডমালা
ভালোবাসায় ছাই উড়েছে, মহাদলিলখানায় জ্বললে আগুন
যেন আকাশ নেই, অথচ সূদূর সীমা ডেকে বললো, এসো
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন

স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারাদিন
দিনের মধ্যে আল-জাঙাল, দুহাতে কান চাপার মধ্যে হাসি
রূপ কিংবা সিংহাসন বা ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা স্বপ্ন
স্বয়মাগতা, তোমার সঙ্গে ছবি খেলায় কাটলো সারা দিন।